সমকাল

তারিখ 01 JAN 2016
পৃঃ ১.প্র. কলাম ৬

প্রাথমিকে আবারও দেশসেরা মনিপুর

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় আবারও দেশসেরা ফল করেছে ঢাকার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। টানা পঞ্চমবারের মতো ধারাবাহিকভাবে এ ফল ধরে রেখেছে স্কুলটি। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় তিন হাজার ৭৮৩ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শতভাগ পাস করেছে। এদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই

■ পৃ. ১৫ : ক. ৬ ● ছবি পৃষ্ঠা-২

প্রাথমিকে আবারও

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

হাজার ৯৩৪ জন। অন্যরা সবাই জিপিএ ৪ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বরাবরের মতো এ বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক মেধা তালিকা (গ্রেডিং) প্রকাশ করা না হলেও দেশের অন্য সব স্কুলের চেয়ে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফল সবচেয়ে ভালো। বারবার স্কুলের ভালো ফলের পেছনে কারণ জানতে চাইলে স্কুলের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন সমকালকে বলেন, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় দ্বিমাত্রিক লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের সব শিক্ষার্থীকে ভালো ফল নিয়ে উত্তীর্ণ করা এবং স্কুলের মেধা তালিকা বজায় রাখা। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আলাদা কোচিং করানো হয়। কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে দুর্বল হলে তাকে সেই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ক্লাস করানো হয়। নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার মূল্যায়ন করেন শিক্ষকরা। স্কুলের ভালো ফলের জন্য তিনি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্কুলগুলোর গ্রেডিং পদ্ধতি না থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, প্রথম হওয়ার জন্য স্কুলগুলোতে আগে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। এখন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের দিকে নজর দিতে পারবেন। তবে স্কুলগুলোর ভালো ফলের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সেটা যে কোনোভাবে হতে পারে।

ফল প্রকাশের পর স্কুল চত্বরে গিয়ে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসের মুহূর্তটি মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে রাখছে তারা।

জিপিএ ৫ পাওয়ার অনুভূতি জানতে চাইলে স্কুলের ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস রিয়া জানায়, গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়ে খুব ভালো লাগছে। বাবা-মায়ের মনের আশা পূরণ করতে পেরেছি। স্কুল দেশসেরা ফল করায় আরও ভালো লাগছে। এমন ফলের কারণ জানতে চাইলে তাসমিয়া আহমেদ বলেন, আমরা যে কোনো সমস্যা নিয়ে যে কোনো সময় শিক্ষকদের কাছে যেতে পারি। যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে সমস্যার সমাধান করেন।